যারা বাংলাদেশকে স্বীকার করে না তাদের এদেশে থাকার অধিকার নেই- সম্পাদক ডেইলি অবজারভার

যারা বাংলাদেশকে স্বীকার করে না তাদের এদেশে থাকার অধিকার নেই বলে জানিয়েছেন ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

তিনি বলেন, এই কুষ্টিয়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছে, এই কুষ্টিয়ার জনপদ লালনের স্মৃতি বহন করে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এই কুষ্টিয়া। এছাড়াও সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিণাথের জনপদ। অথচ এই জনপদে ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন সাংবাদিকের প্রতিনিধিরা এসেছে জঙ্গিবাদী, সাম্প্রদায়িকতার গোষ্ঠী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে। জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদীদের রুখতে হবে এখনই। শুধু সাংবাদিক নয়, সারাদেশে সকল মানুষকে এক হয়ে এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, যারা রাতের কালো আঁধারে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তারা শুধু জাতির পিতার হাত ভাঙেনি। এদেশের সংবিধান, স্বাধীনতা ও গোটা বাঙালির উপর আঘাত হেনেছে। আর তাই আমরা সাংবাদিক সমাজ নিশ্চুপ থাকতে পারি না। এর ঠিক বিচার করারও দাবি জানান তিনি।

গতকাল সোমবার বিকালে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে সাংবাদিক গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এই সাংবাদিক নেতা আরও বলেন, বেশ কয়েক বছর আগে বিএনপি-জামায়াত শিবির সাংবাদিকের উপর আঘাত হেনেছিলো। আমার কপালে আজও সেই আঘাত আছে। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে যে জনপদ ছিলো সেই জনপদ আজ শান্তির জনপদ। কুষ্টিয়ার উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক। দেশ স্বাধীনের পর অনেকে এমপি হয়েছিল কিন্তু তারা কুষ্টিয়ার উন্নয়ন করতে পারেনি। সাংবাদিকবান্ধব নেতা মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি এ জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। করোনায় আক্রান্ত না হলে আরও অনেক উন্নয়ন দৃশ্যমান হতো।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)’র মহাসচিব শাবান মাহমুদের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, কুষ্টিয়া -১ আসনের সংসদ সদস্য আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)’র কোষাধ্যক্ষ দীপ আজাদ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু, শেখ মামুনুর রশীদ, সেবিকা রানী, বরুন ভৌমিক নয়ন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলী, রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সাজেদ বকুল, নারায়ণগঞ্জ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস সালাম, ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউল হক খোকন, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আমজাদ হোসেন মিন্টু, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক জামিল হাসান খান প্রমুখ।

পরে জাতির জনকের ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে যতদিন না এই ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনার সাথে জড়িতদের কঠিন শাস্তি নিশ্চিত না হবে ততদিন পর্যন্ত সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

অনলাইনে বাড়ছে কেনাকাটা: বাড়ছে কর্মসংস্থান

অদ্রি আহমেদ। কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দা। পড়াশোনা শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করতেন। করোনাকালীন চাকরিটা চলে যায়। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। মা মেয়ের নিয়ে তার সংসার। তখন সে কিভাবে সংসার চালাবে ভেবে না পেয়ে একজনের পরামর্শেই অনলাইন বিজনেস শুরু করেন। বিভিন্ন গেজেট সামগ্রী দিয়ে তার শুরু। যুক্ত হন কুষ্টিয়া অনলাইন পরিবার (কুউপ)। এখন তিনি ঘরে বসেই তিনি মোবাইল ফোনসহ গেজেটের সকল কিছু পৌঁছে দিচ্ছেন।

তার মতো আরেক তরুণী পারভীন। সে ভেড়ামারা এলাকায় তার বসবাস।

নানান ধরনের খাদ্যসামগ্রী তৈরিতে তিনি অভ্যস্থ। তাই এই খাদ্যসামগ্রী দিয়েই তিনি হোম মেড খাবার অর্ডার নিয়ে শুরু করেছেন হোম ডেলিভারি। এভাবেই তিনি এখন কুউপের সফল একজন উদ্যোক্তা হিসেবে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবেই তিনি হোম মেড খাবার তৈরি করে হোম ডেলিভারি দিয়ে প্রতি মাসে তার ১৫থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছে।

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে অনেকে অনলাইনে বাজার করার দিকে ঝুঁকছেন। কারণ অনলাইনে কেনাকাটায় ঘরের বাইরে বেরনোর প্রয়োজন নেই, অপরিচিত মানুষের সাথে মেলামেশা বা ছোঁয়াছুঁয়ির আশঙ্কাও এড়ানো যায়। যার ফলে ঘরে বসেই পছন্দের প্রয়োজনীয় জিনিসটি পেতে পারে।
উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে অনলাইন বেচাকেনা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের অর্ডার করা পণ্য ডেলিভারি পেয়ে ক্রেতারাও আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনলাইন কেনাকাটায়।

কুমারখালি কলেজের প্রভাষক হিরা খান। তিনিও এখন নারী উদ্যোক্তা। কুষ্টিয়ার কুমারখালীর তৈরি গামছা লুঙ্গি আর বিছানার চাদরের কদর দেশজুড়ে। অনলাইনের মাধ্যমে সে ঘরে বসেই সরবরাহ করছে এসব। এতে করে বাড়তি আয় হওয়ায় আরও স্বচ্ছলতা তার সংসারে।

নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে হিরা খান বলেন, ‘আমি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হবো। নিজেকে রোল মডেল হিসেবে তৈরির করবো। যাতে আমাকে দেখে আরও নারীরা নিজেদের উদ্যোগকে সকলের সামনে উপস্থাপন করার সাহস পায়। কুউপের মাধ্যমে আমি অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই।

কুষ্টিয়া অনলাইন পরিবার (কুউপ) এডিমিন- নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, বর্তমান অনলাইনে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। নারীরা আর ঘরে বসে নেই। মোবাইলে অর্ডার নিয়ে সেটা হোম ডেলিভারি করে খুব সহজেই অনলাইন ব্যবসা করা সম্ভব। ঘর সামলিয়েও অনলাইন বিজনেস করে মাসে একটি নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে। আমরা চাই আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে প্রিয় জেলার নারী পুরুষ নিজ প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাক।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল মারুফ বলেন, ‘এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ব্যাপার যে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা

কার্যক্রমে নারী পুরুষ এগিয়ে আসছেন। এর ফলে আমাদের অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং শিক্ষিত নারী পুরুষের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হবে। অনলাইন ভিত্তিক এই আধুনিক ব্যবসা অনেকটাই নারী বান্ধব। এ জন্য নারীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমাদের ক্ষুদ্র/কুটির শিল্পের বাজার ও বিস্তৃত হচ্ছে। আর এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের বড় একটা ইতিবাচক অগ্রগতি বলে আমি মনে করি।

গ্রুপ ক্রিয়েটর জীবন রহমান মহন বলেন, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ই-কমার্সের যে দিকটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা হল অনলাইন শপিং। কেনাকাটা করতে এখন আর যানজট ঠেলে দোকানে গিয়ে সময় অপচয় করতে হচ্ছে না। চাইলে যে কোনো পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে হাতে হাতে। তিনি বলেন, নিজের জেলা কুষ্টিয়াকে দেশের কাছে রিপ্রেজেনটেটিভ করার জন্য আমার এই উদ্যোগ।

ইতোমধ্যে অনেক নারীপুরুষ গ্রুপে সময় দিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে এটা একটি জেলার জন্য, দেশের জন্য ইতিবাচক। অনেক বেকার নারী পুরুষ এখন সফল উদ্যোক্তা।

কুষ্টিয়ায় পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো ম্যাম বিউটি পার্লারের উদ্যোগে বিউটিফিকেশন ও পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে শহরের কলাপাতা রেস্টুরেনেটে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক মিরপুর শাখার ব্যবস্থাপক শাহ মোহাম্মদ ইনামুল কবীর বলেন, একজন উদ্যোক্তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যোগ্যতা থাকলে তিনি নতুন নতুন ব্যবসা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবেন, ধারনা সৃষ্টি করতে পারবে। আজকের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে এই ট্রেনিং সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষার বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, নারী জনশক্তিকে দক্ষ করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের শিক্ষিত হয়ে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। তাই নারীরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষমতা লাভ করবে।

ম্যাম বিউটি পার্লার এর সত্ত্বাধিকারী ফারজানা আক্তার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এতে কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদহ ও রাজবাড়ী জেলার ২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

মিরপুরে পাঁচ শিক্ষককে অর্থদণ্ড

সরকারি নির্দেশ না মানায় পাঁচ শিক্ষককে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন-মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের নিমতলা গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শুভ (২০), সোহাগ আলী (১৭), সদরপুর ইউনিয়নের সদরপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে ফিরোজ মাহমুদ (৩০), ফরিদুজ্জামান (২০) এবং আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে রশিদ আহম্মেদ (২১)।

গতকাল শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাসের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের একটি দল উপজেলার নিমতলা এলাকার ‘নিমতলা দারুস সালাম অনলাইন মডেল স্কুল-এ অভিযান চালায়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে করোনাভাইরাসের সংক্রামণ রোধে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে উক্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান করানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

এসময় বিদ্যালয়ে গিয়ে তার সত্যতা পাওয়া গেলে বিদ্যালয়ের ৫ জন

শিক্ষককে আটক করা হলে তারা সরকারি নির্দেশনা অমান্যের বিষয়টি স্বীকার করেন।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে- হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

তিনি বলেন, আজকের এই দিনে কুষ্টিয়া হানাদার মুক্ত হয়। একদিকে জেলাকে মুক্ত করার আনন্দ যেমন ছিল সবার মাঝে তেমন অন্য দিকে বুকের মধ্যে ছিল সব হারানো ব্যথা। অথচ স্বাধীনতা বিরোধীরা তখনও ছিলো এখনো আছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক মঞ্চে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধাদের ঠিকভাবে কোন সরকারই মূল্যায়ন করেনি কিংবা রাষ্ট্রকর্তৃক মূল্যায়িত হয়নি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা’র সরকার সূর্যসৈনিক মুক্তিযুদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদার সাথে মূল্যায়ন করে চলেছেন এবং আগামীতে তাদের উত্তরসূরি পরিবারকে মূল্যায়নের ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের সূর্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের আজীবন সম্মানীত করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো.আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে এসময়

বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা,

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফীন, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কুষ্টিয়ার কমান্ডার রফিকুল আলম টুকুসহ, সরকারি দপ্তরের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে শিল্পকলা একাডেমিসহ শিশু একাডেমির শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া -৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি।

এসময় তিনি হাসপাতালে আগত রোগীদের ভোগান্তি দুর করতে এবং ঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে চিকিৎসকদের প্রতি নির্দেশনা দেন।

সভায় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়া জেনারেল

হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার আরএমও ডাঃ তাপস কুমার সরকারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

অচিরেই নিয়োগ হতে পারে ইবি ট্রেজারার

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ট্রেজারার অচিরেই নিয়োগ হতে পারে। প্রায় তিন মাস ধরে পদটি শুন্য আছে। এ পদটি পেতে দৌড়ঝাপসহ জোর তদবির শুরু করেছেন ইবির জ্যেষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষক। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে ইবির জ্যেষ্ঠ তিন শিক্ষক প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভুঁইয়া, প্রফেসর আব্দুল মুঈদ এবং প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেনের নাম প্রস্তাব করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আর এ কারণে তিন শিক্ষককে নিয়ে ক্যাম্পাসে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। চলছে বিভিন্ন সমীকরণ, কে হতে পারেন ইবির নতুন ট্রেজারার। তবে সমীকরণ যাই হোক না কেন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করেন দুর্নীতিমুক্ত, সৎ ও ক্লিন ইমেজের কোন শিক্ষককে পাবেন তারা ট্রেজারার হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২১ আগস্ট ভিসির এবং ২২ আগস্ট ট্রেজারারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর ১৩তম ভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম যোগদান করলেও এখন পর্যন্ত ট্রেজারার পদটি শুন্য রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। এ কারণে অতিদ্রুত ট্রেজারার নিয়োগ প্রয়োজন।

এদিকে বর্তমানে আলোচনায় থাকা তিন শিক্ষক সম্পর্কে খোঁজ নিতে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন সম্পর্কে জানা যায়, তিনি বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি তবে চলতি বছরের ১৫ ডিসেম্বর তার মেয়াদ শেষ

হবে। এছাড়া তিনি প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরাম এবং বিতর্কিত ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বেসিক ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। সেই পর্ষদে বেসরকারি খাত থেকে পরিচালক হন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন।

বেসিক ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারি অর্থাৎ ব্যাংকটি পতনের জন্য যে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা দায়ী তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হেসেন। এ ব্যাংকের আর্থিক দুর্নীতি করে তিনি কুষ্টিয়া শহরের ফটিক টাওয়ারে দুইটি ফ্লাট ক্রয়, কুষ্টিয়া শহরের পিয়ারাতলা ও কুমারগাড়ায় জমির প্লট ক্রয়, ঢাকা ধানমন্ডিতে ১টি ফ্লাট, ঢাকা মিরপুরে ৬ তলা বাড়ি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি বিলাসবহুল গাড়ীসহ নিজ এলাকা রাজশাহী জেলার, বাগমারা উপজেলার, ১১ নং জুগিপাড়া ইউনিয়নের বিলকুৎসা গ্রামে মাছের খামারসহ নামে-বেনামে অঢেল সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি ইবিতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এইচ আর এম) বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে ২০১৮ সালে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-উর-রশিদ আসকারী এবং সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবর রহমানের যোগসাজসে অর্থের বিনিময়ে দুর্বল ও বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীদের নিয়োগ দেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতা গ্রহনের পর তিনি ২০০৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী রাজনীতিতে যুক্ত হন।

২০২০ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ড. কাজী আক্তার হোসেন সভাপতি এবং জামায়াত-বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করায় তিনি সকলের সন্দেহের চোখে পরেন এবং তার প্রতি আস্তা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন প্রগতিশীল শিক্ষকরা। তার জয়ের বিষয়ে অনেকেই মনে করেন তার সাথে জামায়াত-বিএনপির সক্ষতা রয়েছে।

অপর আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া সম্পর্কে জানা যায়, তিনি আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ২০১৯ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরামের নির্বাচনে ২০১৮ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য। কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইবি

বঙ্গবন্ধু পরিষদের নির্বাহী সদস্য।

চাকুরী জীবনে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট এবং অর্থনীতি বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব সততার সাথে পালন করেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের হেকেব প্রজেক্ট সফলতার সাথে শেষ করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিলেবাস প্রণয়ণ কমিটির অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে এবং শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ফ্যাকাল্টি ফাষ্ট হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ পদক লাভ করেন । তিনি ক্যাম্পসে অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের একজন শিক্ষক হিসেবে পরিচিত।

আরেক আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মোঃ আব্দুল মুঈদ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাপলা ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

ছাত্র জীবনে তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। পারিবারিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন কলম সৈনিক। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত তার লেখা কলাম প্রকাশিত হয়। তিনি ক্যাম্পাসে দুর্নীতিমুক্ত মানুষ হিসেবে পরিচিতি।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা মনে করেন একজন সৎ, যোগ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ দেবে সরকার। তবে কোন দুর্নীতিবাজ নিয়োগ পেলে তাকে মেনে নেয়া হবেনা বলেও জানিয়ে দেন তারা।

স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু: হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই বাংলাদেশের জন্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৪ টি বছর পাকিস্তানের কারাগারে থাকতে হয়েছিল। কারণ স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়েছেন, যার কারণে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। যার জন্য আমরা সংবিধান পেয়েছি। অথচ মৌলবাদীরা রাতের অন্ধকারে কুষ্টিয়ায় নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে আঘাত হেনেছে। আমরা মর্মাহত হয়েছি, গোটা জাতি মর্মাহত হয়েছে।

তিনি বলেন, তরুণ এই শক্তি তারুণ্যের জয়। দেশ স্বাধীনের পর পাকিস্তানকে পরাস্ত করেছিলো এই তরুণরা। বিএনপি তথা বেগম খালেদা জিয়ারও পতন ঘটানোর মুলে ছিলো এই তারুণ্য শক্তি। তাই তরুণ সমাজের দায়িত্ব অনেক। এই তারুণ্যের শক্তি দিয়ে এ দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম উল্লেখ করে হানিফ বলেন, আমরা নবী করিম (সা:) এর ধর্ম পালন করি। মানুষ হত্যা, গণহত্যা কিংবা নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন ইসলাম সমর্থন করে না। অথচ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী রাজাকার বাহিনী তৈরি করে ধর্মের দোহায় দিয়ে চালায় খুন ও ধর্ষণের মতো ঘটনা।

হানিফ এমপি বলেন, স্বাধীনতার মূলনীতি ছিলো চারটি। এরমধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা। এই স্বাধীনতার পর রচিত হয়েছিলো সংবিধান। বাংলাদেশের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিনে এই সংবিধান অনুযায়ী চলবে।

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, একাত্তরের অপশক্তি আজও বিভ্রান্ত করছে। নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই যুবসমাজকে একত্রিত হওয়ার আহবান জানান।

জেলা যুবলীগের সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া -১ আসনের সংসদ সদস্য আ.কা.ম. সরওয়ার জাহান বাদশা এমপি, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব রবিউল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত করেছে-ইনু

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত করেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। রাজনৈতিক মোল্লারা বঙ্গবন্ধুর সংবিধান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এদের কোন মাফ নেই।

গত মঙ্গলবার সকালে তিনি কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধে মীমাংসিত সংবিধানের বিষয়ে কোনো ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। যেই রাজনৈতিক মোল্লা ও রাজাকাররা ধর্মের নামে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মা বোনকে ধর্ষণ করেছে, সেই দেশদ্রোহী রাজনৈতিক মোল্লা রাজাকার নব্য রাজাকারদের কাছে ধর্মের ইজারা দেওয়া হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু আরও বলেন, এই রাজনৈতিক মোল্লারা কখনও রাজাকারদের কখনও জঙ্গিদের কখনো পাকিস্তানের কখনও বিএনপি-জামাতের ভাড়াটে খেলোয়াড়। এই রাজনৈতিক মোল্লারা ফতুয়া দেয়ার অধিকার হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ছাড়া ফতোয়া দেয়া বেআইনি বলেও জানান তিনি।

সাবেক এই তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতির ভিত্তিতে চলবে সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে তাদের ধর্ম পালন করবে ধর্মের নামে অশান্তি ভাগাভাগি বাড়াবাড়ির অপচেষ্টা রুখে দেয়া

হবে।

এসময় কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, কারসেল আলম, জিল্লুর রহমান, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলীসহ বিভিন্ন জাসদ নেতৃবৃন্দ ও জাসদ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জাসদের জেলা-উপজেলার নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত জনগণকে সাথে নিয়ে কুষ্টিয়া শহরের পৌর বিজয় উল্লাস থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে।

সর্বনাশা পরকীয়া, তিন বছর পর জানা গেল শহিদুলের মৃত্যুরহস্য!

২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শহিদুল ইসলাম (৪৭) নামে এক গরু ব্যবসায়ী। পরদিন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার চীবর গ্রামে একটি ফাঁকা জমিতে তার লাশ পায় পুলিশ। এ সময় লাশটি গলা ও দুই পায়ের রগ কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ পরিচয় জানতে না পেরে লাশটিকে অজ্ঞাত দেখিয়ে একটি মামলা করেন শ্রীপুরের ১ নম্বর গয়েশপুর ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস।

এ ঘটনার তিন বছর পর খুনের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। অপহরণ মামলার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ এই খুনের রহস্য উদঘাটন করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার ডিআইজি শেখ নাজমুল আলম বলেন, অপহরণ মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর গত ২২ নভেম্বর কুমারখালী থেকে রোজিনা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে রোজিনা হত্যার কথা জানিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। এখন আমরা আদালতে করা

অপহরণ মামলাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে দেব এবং মাগুরার শ্রীপুর থানায় হওয়া হত্যা মামলাটি পুনর্জীবিত করার আবেদন করব।

জানা যায়, এক বছরের বেশি সময় ছেলের কোনো খোঁজ না পেয়ে শহিদুলের মা তমিরুন নেসা বাদী হয়ে কুষ্টিয়ার আদালতে একটি অপহরণ মামলা করেন। মামলায় শহিদুলের মৃত শ্যালক মোতাহারের স্ত্রী রোজিনা বেগম, তার বাবা জব্বার শেখ ও মা মতিরন নেসাকে আসামি করা হয়। আদালত ২০১৯ সালের ৫ মার্চ মামলাটি থানাকে নিয়মিত মামলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এরপর পুলিশ সদর দফতর ওই বছরের ৫ নভেম্বর অপহরণ মামলাটি সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেয়।

সিআইডির তদন্ত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শহিদুলের শ্যালক মোতাহারের সঙ্গে রোজিনা বেগমের বিয়ে হয়। মোতাহারের ভালো ঘর না থাকায় সে বউ নিয়ে দুলাভাই শহিদুলের বাড়িতেই ছিলেন। এ সময় শ্যালকের বউয়ের প্রেমে পড়েন শহিদুল। বিষয়টি জানাজানি হলে মোতাহার তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাড়ি করে থাকা শুরু করেন। তবে এর কয়েক বছর পর মোতাহার মারা যান। এর মধ্যে শহিদুলের স্ত্রীও মারা যান। তখন শহিদুল শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়মিত করার চেষ্টা করেন। তাকে বিয়েও করতে চান। তবে সম্পর্ক থাকলেও শহিদুলকে বিয়ে করতে রাজি হননি রোজিনা। এদিকে তার গ্রামে এই সম্পর্ক নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

পরবর্তীতে রোজিনা তার বাবার বাড়িতে চলে যান। তবে শহিদুলের সঙ্গে রোজিনার যোগাযোগ ছিল। কয়েকমাস পর রোজিনা ঢাকার মানিকগঞ্জে চলে আসেন। আকিজ গ্রুপে কাজ নেন। সেখানে মোমিন নামে একজনের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক হয়। মোমিনের গ্রামের বাড়ি মাগুরার শ্রীপুরে। তাকে বিয়ে করেন রোজিনা। তবে এরপরও শহিদুল তাকে ফোন করতেন। পরে মোমিন ও রোজিনা পরিকল্পনা করেন শহিদুলকে হত্যা করার। এরপর তারা দু’জন ঢাকা থেকে মাগুরার শ্রীপুরে চলে যান।

রোজিনা শহিদুলকে ফোন করে জানান, তিনি তাকে বিয়ে করবেন। ২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাতে বিয়ের কথা বলে শ্রীপুরে নিয়ে যাওয়া হয় শহিদুলকে। শ্রীপুরের লাঙ্গলবাদ বাজার থেকে এক কেজি মিষ্টি কেনেন শহিদুল। ওই বাজারে আগে থেকেই শহিদুলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন রোজিনা ও মোমিন। তারা দু’জন শহিদুলকে একটি খোলা মাঠ থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে যান।

দূরের আলো দেখিয়ে রোজিনা শহিদুলকে বলেন, ‘ওই বাতিজ্বলা বাড়িটি

আমার বান্ধবীর, সেখানে যাব।’ এরপর খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে তাকে নিয়ে যান। মাঠের কিছু দূর যাওয়ার পর রোজিনা ও মোমিন মিলে শহিদুলকে জাপটে ধরেন। প্রায় আধাঘণ্টা তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এরপর শহিদুল ক্লান্ত হয়ে গেলে রোজিনা তার বুকের ওপরে উঠে বসে দুই হাত চেপে ধরেন। এক পর্যায়ে মোমিন চাকু দিয়ে গলায় একাধিকবার ছুরিকাঘাত করেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে তার হাত পায়ের রগ কেটে দেন মোমিন। ধস্তাধস্তির সময় চাকুর আঘাতে মোমিন ও রোজিনারও হাত কেটে যায়। তাই তারা বাড়িতে গিয়ে জানান, ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলেন।

পরের দিন শ্রীপুর থানা পুলিশ অজ্ঞাত হিসেবে শহিদুলের লাশ উদ্ধার করে। ধারণা করা হয়েছিল চরমপন্থিরা তাকে হত্যা করেছে। একটি হত্যা মামলা হলেও থানা পুলিশ তদন্তের কোনো কূলকিনারা না করতে পারায় হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। লাশ অজ্ঞাত হিসেবেই থাকে। কারণ ওই এলাকায় শহিদুলকে কেউ চিনতে পারেনি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সুজিত কুমার কর জানান, তিনি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে প্রথমে শহিদুলের সর্বশেষ অবস্থান কোথায় ছিল তা শনাক্তের চেষ্টা করেন। প্রযুক্তির সাহায্যে তিনি জানতে পারেন, সর্বশেষ অবস্থান ছিল মাগুরার শ্রীপুরের লাঙ্গলবাদ বাজারে। রোজিনারও অবস্থান ছিল একই এলাকায়। এরপর তারা রোজিনাকে ঢাকার আশুলিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরবর্তীতে তার দেওয়া তথ্যে গত ৭ ডিসেম্বর নরসিংদীর মাধবদী উপজেলা থেকে মোমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনিও হত্যার কথা স্বীকার করেছেন।